কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।
(www.sca.gov.bd)

স্মারক নং-১২.০৪.০০০০.০০৫.২৩.০১২.১১- ৪৪০ তারিখঃ ২১/৩/১৮ খ্রি.

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ অধিশাখার ১১ মার্চ, ২০১৮ তারিখের ১২.০০.০০০০.০২০.১৬.০০১.১৬-৩৫২ সংখ্যক স্মারকে উল্লেখিত ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৮ পালন এবং মহান স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচী মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ সূত্রীয় স্মারকের অনুলিপি-১৯ (উনিশ) পাতা।

(মোঃ খায়রুল বাসার)
পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ৪৯২৬৩৫১২
e-mail: dir.sca.gov.bd@gmail.com)

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং/সীড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ), অত্র দপ্তর।
২। আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (সকল)..... । আপনার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৮ পালন এবং মহান স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচী মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হলো।
৩। জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (সকল)..... । আপনার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০১৮ পালন এবং মহান স্বাধীনতা দিবস, ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে কর্মসূচী মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হলো।
৪। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। তাকে এ পত্রের কপিটি অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

নম্বর: ১২.০০.০০০০.০২০.১৬.০০১.১৬.৩৫২

তারিখ: ২৭ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১১ মার্চ ২০১৮

বিষয়: ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৮ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচির আলোকে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০১.২৫.০০১.২০১৮-১২, তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৮ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৮ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১৮ (আঠার) পাতা।

মোঃ লিয়াকত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪০১২৬
E-mail: dsadmin2@moa.gov.bd

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিলকুশা বা.এ, ঢাকা।
২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী।
৪। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৫। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহ।
১১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
১২। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬। মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

পরিচালকের কার্যালয়, এসসিএ, গাজীপুর।	
অতিঃ পরিচালক (প্রশাসন)	সিএসটি
অতিঃ পরিচালক (মাঠ প্রশাঃ)	এসটিও
অতিঃ পরিচালক (সীড রেগুঃ)	পিও
পিএফসিও/ ডিডি (ভিটি)	এও
ডিডি (প্রশাসন)	অন্যান্য
ডিডি (অর্থ ও হিসাব)	
ডিডি (পরিকল্পনা)	জরুরী ব্যবস্থা নিন।
ডিডি (মাঠ প্রশাসন)	আলাপ করুন।
ডিডি (সীড রেগুলেশন)	উপস্থাপন করুন।
ডিডি (মান নিয়ন্ত্রণ)	
নম্বর ঃ	
তারিখ ঃ	স্বাক্ষর

কৃষি মন্ত্রণালয়
গ্রহন ও প্রেরণ শাখা
ডাইরী নং-
তারিখ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০১৮ পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৭-০১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	**আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি** মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	ঃ	০৭-০১-২০১৮, সকাল ১১-০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দঃ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি এর সভাপতিত্বে গণহত্যা দিবস ২০১৮ পালন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ এবং উহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব নিরূপণের জন্য ০৭-০১-২০১৮ তারিখে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন যে, ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কষ্টার্জিত এ স্বাধীনতা যেন ম্লান না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকতে হবে, যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত বছর ১ম বারের মত গণহত্যা দিবস পালন শুরু হলেও প্রস্তুতি নিয়ে এবারেই প্রথম এ দিবসটি উদযাপন হবে বিধায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বে ২৫ মার্চের কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়ে উপস্থিত সকলকে মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় গত বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সুন্দর, সুষ্ঠু এবং উৎসবমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ২৫ এবং ২৬ মার্চ এই দিবস দু'টি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালনের জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

০৩। সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জানান, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক ভয়াবহ রক্তাক্ত ইতিহাসের দিন। সেই কাল রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাপুরুষের ন্যায় রাতের অন্ধকারে পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত বাঙালির উপর। পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্দেশে, জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে **"অপারেশন সার্চ লাইট"** নামের সামরিক অভিযানে সংগঠিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় গণহত্যা। তাই অন্য যে কোন দিনের চেয়ে এই দিনটি শুধু আমাদের কাছেই নয়, বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ ও স্মরণযোগ্য দিন। এ জঘন্য হত্যাকান্ড সারা বিশ্বের মানবতাকে আঘাত করে এবং সারা বিশ্বে এর প্রতিবাদ হয়। এক দিনে এত মানুষ হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

০৪। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশে শুধু হত্যাযজ্ঞই শুরু করেনি, বরং আমাদের বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার ব্রত নিয়ে তারা 'অপারেশনে' নেমেছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করা এবং আন্তর্জাতিক ভাবে এ দিবসের স্বীকৃতি আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ১১-০৩-২০১৭ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিগত ২১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে জাতীয় ভাবে ২৫ মার্চ কে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করে এবং গত বছর প্রথম বারের মত 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে ৯ আগস্ট গণহত্যা দিবস পালিত হলেও বাংলাদেশের গণহত্যা অন্য যে কোন দিনের গণহত্যার চেয়ে অনেক বেশী রক্তক্ষয়ী এবং জঘন্য। সে কারণে ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৫। সভাপতি আরও জানান যে, আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হল "মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন"। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে আমাদের স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। সেই থেকে জাতি প্রতিবছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন তার আইনগত ভিত্তি ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কারণেই স্বাধীনতা দিবস আমরা উদযাপন করতে পারছি। ঐতিহাসিক এ দিবসটি যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা যায় তার জন্য সভাপতি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিগত বছরসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে এ বছর আরও জাকজমকপূর্ণ ভাবে দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে সকলকে মতামত প্রদানের সম্মতি

প্রাপ্তির তারিখ
ডাইরী নং

০৬। মহান বিজয় দিবস ২০১৭-এর কর্মসূচিটি যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের প্রতিটি কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও আরও সুন্দর ও ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের বিষয়ে তিনি উপস্থিত সদস্যগণের মতামত/পরামর্শ থাকলে তা আলোচনাপর্বে প্রদানের আহবান জানান। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন। সভাপতি খসড়া জাতীয় কর্মসূচির উপর উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান।

০৭। **২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা ঃ**

৭.১ জাতীয় কর্মসূচির ১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়ন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২ জাতীয় কর্মসূচির ২ ক্রমিকে বর্ণিত ০১-৩-২০১৮ থেকে ২৫-৩-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য জেলা/ উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাগণকে সভায় অনুরোধ জানানো হয়।

৭.৩ জাতীয় কর্মসূচির ৩ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর কর্মসূচিটি গতবছর অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল বিধায় এবছরও দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭.৪ জাতীয় কর্মসূচির ৪ ক্রমিকে বর্ণিত স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বাদ যোহর সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়গুলোতে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নির্ধারন করে দেয়ার বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৭.৫ জাতীয় কর্মসূচির ৫ ক্রমিকে বর্ণিত ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে জাতীয় ভাবে (ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে/ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে আলোচনা সভা করার জন্য ঐকমত্য পোষণ করেন।

৭.৬ জাতীয় কর্মসূচির ৬ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান অনুষ্ঠানটি গত বছর করা হয়েছিল। গতবারের মত এবারও শিল্পকলা একাডেমীতে গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে মর্মে সভাকে আশ্বস্থ করেন।

৭.৭ জাতীয় কর্মসূচির ৭ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৫-৩-২০১৮ তারিখ রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা ব্যতীত) এর কর্মসূচিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

০৮। **২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে খসড়া জাতীয় কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনাঃ**

৮.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ১ এবং ২ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.২ জাতীয় কর্মসূচির ৩ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত সাধারণ ছুটি থাকলেও ঐদিন সকল (সরকারি/বেসরকারি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠান করার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির দিনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান।

৮.৩ কর্মসূচির ৪(ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, জাতীয় পতাকাকে যথাযথ সম্মান জানানো আমাদের সকলের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। এছাড়া, কর্মসূচির ৪(খ) ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকার মাপ, রং, মান, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

৮.৪ কর্মসূচির ৪(গ) ক্রমিকে বর্ণিত ২৬-৩-২০১৮ সন্ধ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত হয় যে, সরকারি/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ভবন-ইত্যাদিতে যে আলোকসজ্জা করা হয়, তা আরো আকর্ষণীয় করা যেতে পারে মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বেসরকারি ভবন মালিক কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

৮.৫ কর্মসূচির ৫ ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচির মধ্যে ঢাকায় প্রত্যুষে এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনির বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় জেলা/উপজেলায় এ কর্মসূচি পালন করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি জানান দিবসের তাৎপর্য্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে তোপধ্বনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা হবে। সভাপতি জানান মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। উক্ত সময়ের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

৮.৬ ক্রমিক নম্বর ৬ এ বর্ণিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, গত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ধারণ ক্ষমতার অধিক সংখ্যক অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে অতিথিদের দাঁড়ানোর জায়গার পরিধি অনুযায়ী আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত। রাষ্ট্রাচারের বাইরে অনেকেই আমন্ত্রণপত্রসহ স্মৃতিসৌধে/অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে এবং সম্মানিত/জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দাঁড়ানোর নির্ধারিত স্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। সম্মানিত সকল রাষ্ট্রীয়/বিদেশি ব্যক্তিবর্গের মাঝে এ ধরনের উপস্থিতি এবং অপরিপক্ক আচরণ সামগ্রিকভাবে স্মৃতিসৌধের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে ব্যাহত করে যা দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে ০২ (দুই) রং এর আমন্ত্রণপত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানান, আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রটোকল দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের কন্ডাকটিং অফিসারের পাশাপাশি ৯ পদাতিক ডিভিশনের অধিক সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। সভাপতি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সকল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আরও জানান, পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও অনেক অতিথি অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বক্ষণে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করেন। এতে সার্বিক নিরাপত্তা পরীক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের নিমিত্ত যাওয়া-আসার পথে বৃহদাকারের তোরণ নির্মাণ করা হয় যা নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে তোরণ, ব্যানার ও ফেস্টুন নির্মানের বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্পাদকগনের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন। জাতীয় দিবসগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সীমানা প্রাচির ঘেঁষে বিভিন্ন ছাপড়া দোকান বসে। বাসষ্টান্ড হিসেবে স্থানটি ব্যবহৃত হয়। ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সভাপতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখে এ সকল অবৈধ ছাপড়া দোকান অপসারণসহ রাস্তার দু'পাশে অন্যান্য অবৈধ দোকান উচ্ছেদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। এছাড়া, ঢাকা-সাভার মহাসড়কটি সংস্কার, পরিচ্ছন্ন ও সড়কদ্বীপে রং করার বিষয়ে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৮.৭ ক্রমিক নম্বর ৭(খ) এর বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের সাভার স্মৃতিসৌধে পৌছানো এবং স্মৃতিসৌধে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মান্যবর কূটনীতিকদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌছানো এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের সুবিধার্থে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আহবান জানানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সাথে সমন্বয় করে মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দের স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৮.৮ কর্মসূচির ৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। যথাসময়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হবে। সভাপতি অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারন হওয়ার সাথে সাথে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান, সে অনুযায়ী অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারন করা হবে।

৮.৯ কর্মসূচির ৯ ক্রমিকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ এর বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা জানান যে, গতবছরে (২০১৭) শিশু-কিশোর সমাবেশ সকাল ৮-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন। জেলা প্রশাসক, ঢাকা আরও জানান যে, শিশু-কিশোরদের মার্চপাস্ট অনুশীলনের জন্য সাধারণতঃ ১২-১৫ দিন আগে থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি আগামী ১০ মার্চ, ২০১৮ তারিখের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম" জেলা প্রশাসক, ঢাকার অনুকূলে হস্তান্তর করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অনুরোধ জানান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে যথাসময়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮.১০ কর্মসূচির ১০ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্যবারের মত এবারও দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে কুচকাওয়াজ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান এর ব্যবস্থা করা হবে। সভায় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

৮.১১ সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান এক বছর পর পর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসগুলিতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গতবছর এ অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল বিধায় এ বছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ পর্যায়ে সভাপতি এবং সচিব বলেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সর্বস্তরের মানুষকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সমরাস্ত্র প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর কর্মসূচিটি আয়োজন সম্ভব না হলেও সাধারণ দর্শকের জন্য স্থাপনাটি খোলা রাখার বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৮.১২ কর্মসূচির ১১ এ্রমিকে বর্ণিত নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব)/কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন এর বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি জানান যে, গতবারের মত এবারও নৌকা বাইচ এর আয়োজন করা হবে। কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কাবাডি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। সভাপতি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান।

৮.১৩ কর্মসূচির ১২ (ক) এ্রমিকে বর্ণিত ঢাকায় নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি,কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ডিডিপি'র বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই জানানো হলে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে সাধারন জনগনের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। বাদ্য পরিবেশনের স্থানসমূহ নির্ধারণের পর তা তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হলে বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

৮.১৪ কর্মসূচির ১২ (খ) এ্রমিকে বর্ণিত ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ (অ্যাম্পিথিয়েটার) থেকে ভ্রাম্যমান ট্রাকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সংগীত পরিবেশন ও সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌ পথে বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এ কর্মসূচিকে আরও জনপ্রিয় করার বিষয়ে প্রচারের জন্য সভাপতি গণযোগাযোগ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, জলযান সরবরাহের বিষয়ে তাদের কোন সমস্যা নেই। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে ইভেন্টটি যথাযথভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৮.১৫ কর্মসূচির ১৩ এ্রমিকে বর্ণিত বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র (ইংরেজিসহ) প্রকাশ এর বিষয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত জানা সম্ভব হয়নি। সভাপতি ০১(এক) মাস আগে বাণীসহ অন্যান্য তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরাধ জানান।

৮.১৬ কর্মসূচির ১৪ এ্রমিকে বর্ণিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সভাপতি ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান প্রচারের বিষয়টি মনিটরিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৮.১৭ কর্মসূচির ১৫ নং এ্রমিকে সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভা থেকে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি জানান দিবসটির সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় একান্তভাবে সম্পৃক্ত বিধায় ক্রোড়পত্রে এ মন্ত্রণালয়ের বাণী সন্নিবেশিত হওয়া সমীচীন।

৮.১৮ কর্মসূচির ১৬ এ্রমিকে বর্ণিত জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনা, এবছরে আরও বৃহৎ পরিসরে সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি জানান জঙ্গিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নির্ধারন করে দেয়ার বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণলয়কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৮.১৯ কর্মসূচির ১৭ (ক) এ্রমিকে বর্ণিত " জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং, দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি" শীর্ষক আলোচনা এর বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া, বর্ণিত বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। SMS এর মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহককে স্বাধীনতার শুভেচ্ছা বিটিআরসি কর্তৃক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

৮.২০ কর্মসূচির ১৭ (খ) এবং (গ) এ্রমিকে বর্ণিত জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ০১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বীরত্বগাথামূলক অভিজ্ঞতা/বক্তব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শোনানোর কর্মসূচি গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৮.২১ সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির ১৮ ক্রমিক অনুযায়ী জেলখানা, হাসপাতাল, শেল্টার হোম, শিশু পরিবার, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র ও বৃদ্ধাশ্রমে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ;

৮.২২ কর্মসূচির ১৯ ক্রমিকে বর্ণিত বঙ্গভবনের (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয় ।

৮.২৩ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ২০ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। নৌবাহিনীর প্রতিনিধি জানান, নারায়ণগঞ্জে জনসমাগম হয়না বিধায় নারায়ণগঞ্জ-কে এ কর্মসূচি থেকে বাদ দেয়ার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য স্থানে জাহাজসমূহ প্রদর্শনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন ।

৮.২৪ কর্মসূচির ২১ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ এর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয় ।

৮.২৫ কর্মসূচির ২২ ও ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত অনুষ্ঠান যাতে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয় ।

৮.২৬ কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজিবি জাদুঘর, পুলিশ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ইত্যাদি শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয় ।

৮.২৭ কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে "ফুটবল টুর্নামেন্ট" আয়োজন করার বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি জানান "ফুটবল টুর্নামেন্ট" বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের স্থলে ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়ে থাকে বিধায় জাতীয় কর্মসূচি থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের স্থলে বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি "ফুটবল টুর্নামেন্ট" বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আয়োজনের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া ২৫ (খ) এবং (গ) ক্রমিকে বর্ণিত প্রদর্শনী ফুটবল/ক্রিকেট/ভলিবল ম্যাচের আয়োজন এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ফুটবল ম্যাচ/দেশী খেলার আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় ।

৮.২৮ জাতীয় কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করা হবে ;

৮.২৯ কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ পুলিশ সাংস্কৃতিক পরিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, তাঁর মন্ত্রণালয় কর্মসূচি উদ্‌যাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সভাপতি এ বিষয়ে পূর্বেই যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহবান জানান ।

৮.৩০ কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মিলনায়তনে, উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয় ।

০৯। আলোচনায় উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৮ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় ঃ

৯.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচি (ক্রমিক ১ থেকে ৭ পর্যন্ত) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ;

৯.২ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বাণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণী সংযোজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাণী প্রণয়ন উপকমিটি ;**

৯.৩ আগামী ০১-৩-২০১৮ থেকে ২৫-৩-২০১৮ পর্যন্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে ;
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ;

৯.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানে (যেখানে সম্ভব) গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে ; **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)** ।

৯.৫ সারা দেশে ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ রাতে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বাদ যোহর সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়গুলোতে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে । **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৯.৬ কেন্দ্রীয় ভাবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে/সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং সকল জেলা/উপজেলায় ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)** ।

৯.৭ সারা দেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে । **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)** ।

৯.৮ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৫-৩-২০১৮ খ্রিস্টাব্দে রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (জরুরি স্থাপনা ব্যতীত) এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)** ।

১০। **আলোচনায় উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ**

১০.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচি (ক্রমিক ১ থেকে ২৮ পর্যন্ত) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ;

১০.২ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ;

১০.৩ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বাণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণী সংযোজন করতে হবে। **বাস্তবায়নে ঃ তথ্য মন্ত্রণালয় ;**

১০.৪ ২৬ মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সকল সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা লেখা প্রতিযোগিতাসহ মহান স্বাধীনতা দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে হবে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় এ সংক্রান্ত সভায়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করবে। ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির দিনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/জেলা প্রশাসক (সকল) ;**

১০.৫ Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 মোতাবেক পতাকা ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল জেলা প্রশাসন মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের পূর্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার মাধ্যমে জনগনকে পতাকা বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বিষয় উদ্বুদ্ধ করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ;**

১০.৬ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 মোতাবেক সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলন করতে হবে। বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ;**

১০.৭ আগামী ২৬-৩-২০১৮ সন্ধ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ;**

১০.৮ ঢাকায় প্রত্যুষে এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/বাংলাদেশ পুলিশ/জেলা প্রশাসক (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

১০.৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে কোন জেলা-উপজেলায় পুষ্পস্তবক অর্পণ/তোপধ্বনি করা সমীচীন হবেনা ; **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/৯পদাতিক ডিভিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর।**

১০.১০ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ০২ (দুই) রং এর আমন্ত্রণপত্রের মাধ্যমে অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে অতিথিদের দাঁড়ানোর জায়গার পরিধি অনুযায়ী আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

১০.১১ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রটোকল দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের কন্ডাকটিং অফিসারের পাশাপাশি ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন।**

১০.১২ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে বৃহদাকারের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন নির্মাণ না করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ; **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জননিরাপত্তা বিভাগ,মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

১০.১৩ গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধ স্থাপনা/দোকান থাকলে সেগুলো উচ্ছেদসহ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের রাস্তাটি সারা বছরই পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার।**

১০.১৪ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ঢাকা-সাভার মহাসড়কটি সংস্কার, পরিচ্ছন্ন ও সড়কদ্বীপে রং করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ।**

১০.১৫ বিদেশী কূটনীতিকদের গুলশানের নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত পুলিশি নিরাপত্তার মাধ্যমে পৌছানো এবং যথাস্থানে ফেরৎ আনার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ জননিরাপত্তা বিভাগ/বাংলাদেশ পুলিশ।**

১০.১৬ জাতীয় গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারনের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারণ হওয়ার সাথে সাথে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।**

১০.১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ আগামী ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ সকাল ৮-০০ টায় শুরু হবে। এ লক্ষ্যে অনুশীলনের জন্য আগামী ১০ মার্চ ২০১৮ তারিখ হতে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম" জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।**

১০.১৮ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে: যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকালে জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে না সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে। **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।**

১০.১৯ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যেহেতু প্রতি ০১(এক) বছর পর পর সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেহেতু এ বছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে না; তবে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য স্থাপনাটি খোলা রাখা যেতে পারে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ;**

১০.২০ যথাসময়ে কাবাডি প্রতিযোগিতা এবং নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে জানাতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, বাংলাদেশ রোয়িং ফেডারেশন।**

১০.২১ ঢাকায় নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি এবং কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন করা হবে। বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি।**

১০.২২ ২৬ মার্চ ২০১৮ তারিখ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ (অ্যাম্পিথিয়েটার) থেকে ভ্রাম্যমান ট্রাকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনার আয়োজন করতে হবে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান ট্রাক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে রাজধানীর কোন কোন এলাকায় ভ্রাম্যমান ট্রাকে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা হবে, তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।**

১০.২৩ আগামী ২৬ মার্চ ২০১৭ তারিখ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিজস্ব লঞ্চ/ভাড়া করা লঞ্চ যোগে সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌ পথে বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্মবোধক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এ কর্মসূচিকে আরও জনপ্রিয় করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ;**

১০.২৪ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং বিদেশি পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র (ইংরেজিসহ) প্রকাশ এর বিষয়ে ০১(এক) মাস আগে বাণীসহ অন্যান্য তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাসময়ের বিদেশে অবস্থিত সকল দূতাবাসসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**

১০.২৫ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মার্চ মাসে কোন্ চ্যানেল/বেতার কত সময় ধরে অনুষ্ঠান প্রচার করে তা মনিটরিং করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়,তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার।**

১০.২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র/ পোস্টার প্রকাশের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে খসড়া কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর বাণী/লেখা গ্রহণ করে তা প্রকাশের জন্য পত্রিকায় প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্যমন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।**

১০.২৭ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/ প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। জঙ্গিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার বিষয়ে সকল মসজিদে বাদ যোহর আলোচনা ও বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য উপসনালয়ে সুবিধাজনক সময় প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নির্ধারণ করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।**

১০.২৮ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে **"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি"** শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। SMS এর মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহককে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

১০.২৯ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ০১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের বীরত্বগাথামূলক অভিজ্ঞতা/বক্তব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।**

১০.৩০ দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।**

১০.৩১ চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : **বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**

১০.৩২ ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন(সকল), জেলা প্রশাসক (সকল)।**

১০.৩৩ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ড কাউন্সিল, প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধা উপজেলা কমান্ড কাউন্সিল।**

১০.৩৪ জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, শিশু একাডেমী ও জাতীয় মহিলা সংস্থা।**

১০.৩৫ দেশের সকল শিশু পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজিবি জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, স্বাধীনতা জাদুঘর ইত্যাদি শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসক (সকল), সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা।**

১০.৩৬ ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে নিজস্ব অর্থায়নে "ফুটবল টুর্নামেন্ট" এর আয়োজন করতে হবে। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ/দেশিয় খেলার আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।**

১০.৩৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।**

১০.৩৮ বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ পুলিশ সংস্কৃতিক পরিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

১০.৩৯ ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মিলনায়তনে, উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় কর্মসূচি ঃ

ক্রমিক	তারিখ/ সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	২৫-০৩-২০১৮	জাতির উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব/তথ্য মন্ত্রণালয়।
০২।	০১-৩-২০১৮ থেকে ২৫-৩-২০১৮ পর্যন্ত	স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ।
০৩।	২৫-৩-২০১৮	গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৪।	২৫-৩-২০১৮ সুবিধাজনক সময়ে	সারা দেশে ২৫ মার্চের রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৫।	২৫-৩-২০১৮ সকাল ১০-০০ টা	২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৬।	২৫-৩-২০১৮	গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৭।	২৫-৩-২০১৮ (রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ পর্যন্ত ০১ মিনিট)	সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট ০১ মিনিটের জন্য (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা ব্যতীত)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।